গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
www.doe.gov.bd

২৮ কার্তিক ১৪৩২
স্মারক: ২২.০২.০০০০.০৪৫.৭৬.০০৪.২০- ৫৯ তারিখ :---------------------
১৩ নভেম্বর ২০২৫

গণবিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য, জীবসম্পদ এবং তৎসম্পর্কিত প্রথাগত জ্ঞান ব্যবহার ও গবেষণার ক্ষেত্রে নাগোয়া প্রটোকল এবং বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ অনুসরণের বাধ্যবাধকতা

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ এবং জীবসম্পদ ও ঐতিহ্যগত জ্ঞান দেশের অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশ জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদ United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) এবং UNCBD এর অধীন নাগোয়া প্রটোকলের (Nagoya Protocol) একটি অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে জীবসম্পদ ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বন্টন নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করেছে।

'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭' এর আলোকে সকল গবেষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের যে কোনো জীবসম্পদ বা এর সাথে সম্পর্কিত প্রথাগত জ্ঞান (Traditional Knowledge) ব্যবহার, গবেষণা, সংগ্রহ বা বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হলো:

(১) 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭' এর ধারা ৪ অনুযায়ী, জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন (Prior Informed Concent) ব্যতীত কোনো অনিবাসী বাংলাদেশী, বিদেশী নাগরিক বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এমন কোনো সংস্থা দেশের কোনো জীববৈচিত্র্য, জীবসম্পদ বা প্রথাগত জ্ঞান সংগ্রহ, বাণিজ্যিক ব্যবহার, জীব-সমীক্ষা, জীব-ব্যবহার, জীব-পরীক্ষণ বা এতদ্বিষয়ক কোনো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তর বা প্রদান করতে পারবেন না। এছাড়াও জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদের আহরণ সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হতে পারবেন না।

(২) আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত বাংলাদেশের কোনো জীবসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোনো কিছুর মেধাস্বত্ব (Intelectual Property) অধিকারের জন্য দেশে বা দেশের বাইরে আবেদন করা যাবে না।

(৩) নাগোয়া প্রটোকল এবং জীববৈচিত্র্য আইনের ধারা ৩০ অনুসারে, যে কোনো জীবসম্পদ ও প্রথাগত জ্ঞানের বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে প্রাপ্ত সুফল (আর্থিক বা আর্থিক নয়) ন্যায্যতার ভিত্তিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা মূল জোগানদাতার সাথে অবশ্যই বন্টন করতে হবে। এই লক্ষ্যে জাতীয় কমিটির মাধ্যমে "পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্ত" (Mutually Agreed Terms - MAT) নির্ধারণ করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও স্থানীয় সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের চর্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের জীবসম্পদ সম্পর্কিত জ্ঞান ব্যবহারের পূর্বে তাদের প্রাক-অবহিতকরণ বা Prior Informed Consent - PIC গ্রহণ করতে হবে।

(৪) 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭' এর বিধান লঙ্ঘিত হলে উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এবং ৪০ অনুযায়ী, তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং এই অপরাধের জন্য আইন অনুযায়ী কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

অতএব, সকল প্রকার অননুমোদিত গবেষণা, জীবসম্পদের অবৈধ পাচার এবং প্রথাগত জ্ঞানের অপব্যবহার রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরে উল্লিখিত আইনের ধারাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হলো।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করি, ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করি।

ড. মোঃ কামরুজ্জামান এনডিসি
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর